দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

তাহারা ছাত্র নামের কলঙ্ক!

দাবিকৃত এক লক্ষ টাকার চাঁদা না পাওয়ায় একদল দুর্বৃত্ত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ওপর বর্বর হামলা চালায় গত মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় নিরাপত্তা প্রহরীসহ ১২ জন গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার পর নিরাপত্তার অভাব ও সন্ত্রাসীদের শাস্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ইহার আগেও তাহারা চাঁদার দাবিতে হুমকিধামকি দেয় এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। কিন্তু তখন লিখিতভাবে অভিযোগ করা হইলেও এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুঃখজনকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এখন সন্ত্রাসী চাঁদাবাজদের নামে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের করা হইলেও আমাদের প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ খবর অনুযায়ী এই মামলায় এখনও পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। উপরন্তু দুর্বৃত্তরা গতকাল আবার চাঁদার দাবিতে কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাইয়াছে। আহত হইয়াছে অন্তত ২০ জন। ইহাতে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সড়ক অবরোধ করিলে ঢাকার সহিত স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

রংপুরে উপমহাদেশের নারী শিক্ষা আন্দোলন ও জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি ছিল বহুদিনের। সরকার সেই দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর এখানে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার শুরু হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নানা মাত্রার অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। আলোচ্য ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনও অশান্ত। এখানে রংপুরের আরেক কৃতী সন্তান, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াত স্বামী ড. ওয়াজেদ মিঞার নামে একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এমন একটি মহৎ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঔদ্ধত্য কাহারা দেখাইল, তাহাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা হইতেছে, ছাত্রলীগের নামধারী একশ্রেণির দুর্বৃত্ত এই চাঁদাবাজি ও হামলার সহিত জড়িত। তাহারা ড. ওয়াজেদ নামাঙ্কিত রিসার্চ ইনস্টিটিউট শুধু নহে, এমনকি চাঁদার দাবিতে শেখ হাসিনা হল নির্মাণের কাজকেও বাধাগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অথচ চলতি বৎসর এই দুইটি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়। শেষপর্যন্ত হল নির্মাণের সামগ্রী আনা হয় পুলিশের পাহারায়। রাজনৈতিক পরিচয় যাহাই হউক না কেন, এই দুর্বৃত্তরা ছাত্র নামের কলঙ্ক। তাহারা এত দুঃসাহস কোথা হইতে পাইতেছে, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন এবং ছাত্রলীগ নেতৃত্বকে অবশ্যই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার কোনো পরিবেশ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখানে নিধিরাম সর্দারে পরিণত হইয়াছে। একদিকে শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নতজানু নীতি এখানকার পরিবেশকে বিষাইয়া তুলিয়াছে। এখানে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নামে বিবদমান দুইটি গ্রুপ শুধু চাঁদাবাজি নহে, দিনে-দুপুরে ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, মেয়েদের নাজেহালসহ নানা অপকর্মে জড়িত বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। আবার ভিসির ডজনখানেক পদ দখল করিয়া রাখিবার অভিযোগও নূতন নহে। এইসব নানা কারণে এখানে প্রশাসন বলিয়া কিছু নাই। আর ইহারই সুযোগ নিতেছে একশ্রেণির নামসর্বস্ব ছাত্রনেতা ও তাহাদের ক্যাডাররা। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।